সংবাদ

তারিখ ... 19 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১১ ... কলাম ... ৬ ...

মেডিকেলে ভর্তির প্রশ্নপত্র ফাঁস

ইউজিসির সহকারী পরিচালকসহ আটক ৩

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস ও উত্তর সরবরাহে জড়িত থাকার অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সহকারী পচিালক মো. ওমর সিরাজসহ ৩ জনকে গ্রেফতার করেছে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন র‍্যাব-৪। গতকাল আগারগাঁওয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ভবনে অভিযানে উদ্ধার হয় ২০১৪ সালের জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন (সহকারী জাজ নিয়োগ পরীক্ষার ২৩টি উত্তরপত্র, ২টি প্রশ্নপত্র ২ লাখ

ইউজিসির : পৃষ্ঠা : ১৫ কলাম ৫

ইউজিসির : সহকারী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নগদ টাকা, এক্সিম ব্যাংকের ৪ লাখ টাকার চেক, চেক বই ও বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের সিল। এর আগে র‍্যাব-২ এর অভিযানে প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে ৩ জনকে গ্রেফতারের পর তাদের দেয়া তথ্যে গতকালের অভিযানটি পরিচালিত হয়।

র‍্যাবের লিগ্যাল অ্যান্ড মিডিয়া উইংয়ের পরিচালক মুফতি মাহমুদ খান বলেন, গত ১৫ সেপ্টেম্বর র‍্যাব-২ মেডিকেল কলেজ ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস চক্রের মূল হোতা জসিম উদ্দিন ভূইয়া ডা. জেডএমএ সালেহীন ওরফে শোভন, এসএম সানোয়ার, আকতারুজ্জামান খান তুষার নামে ৪ জালিয়াতকে গ্রেফতার করে। তাদের কাছ থেকে মেডিকেল কলেজে ভর্তি করিয়ে দেয়ার নিশ্চয়তার বিনিময়ে ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে নেয়া ১ কোটি ২১ লাখ ৩৮ হাজার টাকার বিভিন্ন ব্যাংকের ১৩টি চেক, নগদ ৩৮ হাজার টাকা, ২টি মডেল প্রশ্নের ৮৮টি প্রশ্ন ও উত্তরপত্র, ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষের মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন কপি উদ্ধার করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় র‍্যাব-৪ এর একটি দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রাজধানীর আগারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) ভবনের ২য় তলায় অভিযান চালিয়ে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা, কৃষি ব্যাংকের অফিসার নিয়োগ, জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের সহকারী জাজ নিয়োগসহ বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ পরীক্ষার উত্তরপত্র বিতরণকারী চক্রের মূলহোতা মো. ওমর সিরাজ (৩২), সহযোগী রেজাউল করিম (৩২) ও ঈশান ইমতিয়াজ হৃদয়কে (২২) গ্রেফতার করে। এ সময় ওমর সিরাজের অফিস কক্ষ ও বাসায় তল্লাশি করে জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন ২০১৪ এর সহকারী জাজ নিয়োগ পরীক্ষার উত্তরপত্র ২৩টি, একই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ২টি, নগদ ২ লাখ টাকা, এক্সিম ব্যাংকের ৪ লাখ টাকার একটি চেক, বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের সিল, বিভিন্ন ব্যাংকের চেক বই, ৩টি মোবাইল ও ১টি আইপ্যাড উদ্ধার হয়।

তিনি আরো জানান, গ্রেফতারকৃতদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, চক্রের মূলহোতা ওমর সিরাজ, সহকারী পরিচালক, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগ হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশনের কর্মরত ছিলেন এবং দীর্ঘদিন ধরে এই চক্রের বাকি সদস্যদের সঙ্গে এইরূপ অসাধু উপায় অবলম্বন ও জালিয়াতি করে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা, কৃষি ব্যাংকের অফিসার নিয়োগ, জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের সহকারী জাজ নিয়োগ পরীক্ষার উত্তরপত্র সরবরাহ করে আসছিল। জিজ্ঞাসাবাদে আরও জানা যায়, মূলহোতা ওমর সিরাজ মূলত তিন ধাপে জালিয়াতি করে থাকে। প্রথম ধাপে বিভিন্ন ভর্তি পরীক্ষায় তার পূর্বে বাছাইকৃত একটি গ্রুপকে পরীক্ষার হলে পরীক্ষার্থী হিসেবে প্রেরণ করে। এই গ্রুপের কাজ হচ্ছে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র কৌশলে হল থেকে বের করে অপেক্ষমাণ অন্য একটি গ্রুপের কাছে হস্তান্তর করা। দ্বিতীয় ধাপে প্রশ্নপত্র সংগ্রাহক গ্রুপটি প্রশ্নপত্রটি দ্রুত সমাধান করে মূলহোতা ওমর সিরাজের কাছে সরবরাহ করে। ওমর সিরাজ ও আরও কিছু ব্যক্তির সহায়তায় পূর্বে থেকেই চুক্তিবদ্ধ পরীক্ষার্থীদের মাঝে অত্যন্ত সুকৌশলে উন্নত প্রযুক্তির ডিভাইস (চীন থেকে আমদানিকৃত মাস্টারকার্ড ও ব্লুটুথ যা অতিক্ষুদ্র এবং কানের মধ্যে লুকানো থাকে) এর মাধ্যমে উত্তরপত্র বাহির থেকে সরবরাহ করে থাকে। আটককৃত অন্য দুই সদস্যের মধ্যে ঈশান ইমতিয়াজ ২০১০ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার পর থেকেই এবং রেজাউল করিম বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের স্টোর কিপার।

চক্রের মূলহোতা ওমর সিরাজকে জিজ্ঞাসাবাদে আরও জানা যায়, ইতোপূর্বে বিভিন্ন সময় জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের সহকারী জাজ নিয়োগ পরীক্ষার জমাকৃত উত্তরপত্র অত্যন্ত সুকৌশলে রেজাউল করিমের (স্টোর কিপার, বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন) এবং কন্ট্রোলারের পার্সোনাল অফিসার নাজিমের সহায়তায় বের করে চুক্তিবদ্ধ পরীক্ষার্থীদের দিয়ে পুনরায় উত্তরপত্র তৈরি করে জমা করে দিত। এক্ষেত্রে কিছু পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষার উত্তরপত্র সুকৌশলে পরীক্ষার হল থেকে বের করে নিয়ে পুনরায় উত্তরপত্র তৈরি করে ওমর সিরাজের কাছে জমা দেয়ার জন্য দিয়ে দিত। র‍্যাব সূত্র জানায়, গ্রেফতারকৃত ওমর সিরাজের কার্যালয় এবং তার বাসায় তল্লাশি চালিয়ে পাওয়া জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের সহকারী জাজ নিয়োগের উত্তরপত্র বিশ্লেষণে দেখা যায়, ওমর সিরাজের স্ত্রী (সাবিনা ইয়াসমিন) এর জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের সহকারী জাজ নিয়োগের উত্তরপত্রটিও কৌশলে বের করে পুনরায় জমা করার জন্য ওমর সিরাজের হেফাজতে ছিল। জিজ্ঞাসাবাদে আরও জানা যায়, মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার ক্ষেত্রে এই চক্র প্রতি পরীক্ষার্থী কাছ থেকে ১৫ লাখ, কৃষি ব্যাংকের অফিসার নিয়োগের জন্য ৬ লাখ এবং জুডিসিয়ার সার্ভিস কমিশনের সহকারী জার্জ নিয়োগের জন্য ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত নগদ অর্থ অথবা চেক নিত।